প্রতিবেদন

শ্রম বাজার বিশ্লেষণ

থাইল্যান্ড ২০১৫

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
www.probashi.gov.bd

প্রতিবেদন

শ্রম বাজার বিশ্লেষণ: থাইল্যান্ড
২০১৫

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
www.probashi.gov.bd

প্রতিবেদন-২০১৬

সম্পাদক মণ্ডলী

জনাব জাবেদ আহমেদ — আহবায়ক

অতিরিক্ত সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

জনাব মোজাফফর আহমেদ — সদস্য

উপ সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

জনাব মোঃ শাহিন — সদস্য

উপ সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

জনাব নুরুল ইসলাম — সদস্য

পরিচালক
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

জনাব নুর আহমেদ — সদস্য

সহকারী ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিস লিঃ (বোয়েসেল)

রাহনুমা সালাম খান — সদস্য সচিব

উপ প্রধাণ
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায় ঃ **প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**

প্রকাশকাল ঃ জুন, ২০১৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

প্রতিবেদনটি প্রস্তুতের সময়ে সকল তথ্য উপাত্ত থাইল্যান্ডের বাংলাদেশ মিশনের লেবার ওয়েলফেয়ার উইং থেকে সংগৃহিত। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহযোগীতা ও অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করা হচ্ছে।

সম্পাদনায় ঃ মোজাফফর আহমেদ
উপসচিব (মিশন)
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

ডিজাইন ও মুদ্রণে:
এ্যাডফেয়ার ডিজাইন এন্ড সাপ্লাই
৪৮/এবি, বায়তুল খায়ের (৫ম তলা), রুম নং - ৪০১
পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৮৮ ০২ ৯৫৫ ৩১৬৩, ৭১১ ৭৮৯৭

সূচিপত্র

৪ ভূমিকা
৫ দেশ পরিচিতি
৬ থাই সংস্কৃতি
৬ থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্র
৭ থাইল্যান্ডের মানচিত্র
৮ বাংলাদেশ থেকে গমণকৃত শ্রমিকের পরিসংখ্যান
৮ লেবার উইংয়ের জনবল
৮ বার্ষিক বাজেট
৮ বিদ্যমান সমস্যা
৯ শ্রম বাজার সম্ভাবনা
১০ বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ
১১ থাইল্যান্ডের লেবার সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ
১৬ MoU এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১৭ শ্রম বাজার সম্প্রাসারনে গৃহিত পদক্ষেপ
১৯ থাইল্যান্ডের শ্রম বাজার অনুসন্ধানে সাম্প্রতিক গৃহিত কিছু কার্যক্রম
২২ অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ
২৩ রাষ্ট্রদূত কর্তৃক গৃহিত প্রচেষ্টা
২৩ মন্ত্রী মহোদয়ের উদ্যোগ
২৪ বর্তমান অবস্থা
২৫ সর্বশেষ

শ্রম বাজার বিশ্লেষণ: প্রতিবেদন

০১। ভূমিকা

ব্যাংককস্থ শ্রম উইং থাইল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একটি নবসৃজিত উইং। ৩১ মার্চ ২০১৫ সালে প্রথম সচিব (শ্রম) এর যোগদানের মধ্য দিয়ে উক্ত শ্রম উইংয়ের কার্যক্রম শুরু হয়।

মূলত, ২০১০ সাল থেকে বংলাদেশ এবং থাইল্যান্ডের মধ্যে "বাংলাদেশ থেকে থাইল্যান্ডে কর্মী নিয়োগ" বিষয়ে MoU নিয়ে আলোচনা হয়ে আসছে। ২০১৩ সালে উক্ত MoU এর খসড়া চূড়ান্ত হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে চুক্তি স্বাক্ষর বারবার পিছিয়ে যায়। থাই সরকার সে সময়ে বাংলাদেশ হতে গভীর সমুদ্রে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) এবং নির্মাণ খাতে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) কর্মী নিয়োগের ঘোষণা দেওয়ার প্রেক্ষিতে এবং তৎকালীন থাই সিনাওয়াত্রা সরকারের কেবিনেটে তা অনুমোদন হবার পর চুক্তি স্বাক্ষর যখন কেবল সময়ের ব্যাপার ছিল ঠিক সেসময় (২২ মে ২০১৪ তারিখে) সামরিক সরকার থাইল্যান্ডে ক্ষমতা গ্রহণ করায় তা আবারো পিছিয়ে যায়। সামরিক সরকার প্রথমদিকে MoU স্বাক্ষর করার কথা বললেও পরে এটি National Policy সম্পর্কীত উল্লেখ করে গণতান্ত্রিক সরকার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে মর্মে ইঙ্গিত দেয়।

মধ্যপ্রাচ্যসহ সারা বিশ্বে বাংলাদেশের কর্মী নিয়োগের বাজার Saturate হওয়ার আশংকায় নতুন শ্রম বাজার খোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধী করে মূলত যে সকল নতুন শ্রম উইং খোলা হয়েছে তাদের মধ্যে থাইল্যান্ডের শ্রম উইং একটি। উদীয়মান শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল অর্থনীতির অধিকারী থাইল্যান্ড বাংলাদেশ থেকে মাত্র ২ ঘন্টা বিমান ভ্রমণ দূরত্বে অবস্থিত। থাইল্যান্ডের শ্রম বাজারে কর্মীর ব্যাপক ঘাটতি (প্রায় ৫ লক্ষ) বিবেচনায় বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য নতুন বড় শ্রম বাজার হিসেবে দেখা দিবে, সে যৌক্তিকতায় থাইল্যান্ডের শ্রম উইং একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রম উইং।

০২। দেশ পরিচিতি

নাম	ঃ	কিংডম অব থাইল্যান্ড
জনসংখ্যা	ঃ	৬৭.৯৬ মিলিয়ন (২০১৫, বিশ্বব্যাংক)
ধর্ম	ঃ	বৌদ্ধ-৯৩.২%, মুসলিম-৫.৫%, অন্যান্য-১.৩%
জিডিপি	ঃ	৪০৪.৮ বিলিয়ন (২০১৪)
জিডিপি প্রবৃদ্ধি	ঃ	০.৯% (২০১৪)
মূল্যস্ফীতি	ঃ	-০.৯% (২০১৫)
বর্তমান সরকার	ঃ	সামরিক সরকার National Council for Peace and Order (মে, ২০১৪ থেকে) National Reform Council National Reform Steering Assembly (NRSA)
আয়তন	ঃ	৫১৩,০০০ বর্গ কিলোমিটার
মোট শ্রমিক	ঃ	৫৫.৪১ মিলিয়ন (ডিসেম্বর, ২০১৫)
মোট কর্মে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা	ঃ	৩৮.৮৭ মিলিয়ন (ডিসেম্বর, ২০১৫)
কৃষিতে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা	ঃ	১৩.৬৩ মিলিয়ন (ডিসেম্বর, ২০১৫)
অন্যান্য খাতে নিয়োজিত কর্মী	ঃ	২৫.২৪ মিলিয়ন (ডিসেম্বর, ২০১৫)
নির্মাণ খাতে নিয়োজিত কর্মী	ঃ	২.০৪ মিলিয়ন (ডিসেম্বর, ২০১৫)
বেকারত্বের হার	ঃ	০.২৫% (ডিসেম্বর, ২০১৫)
গড় মাসিক বেতন	ঃ	পুরুষ- ১২,০৮১ (২০১৩)
		মহিলা-১১,৯০৬ (২০১৩)

Source: Summary of the Labour force survey in Thailand, ডিসেম্বর 2015, National Statistical Office of Thailand থাই লেবার মার্কেট আপডেট, মার্চ ২০১৪।

০৩। থাই সংস্কৃতি

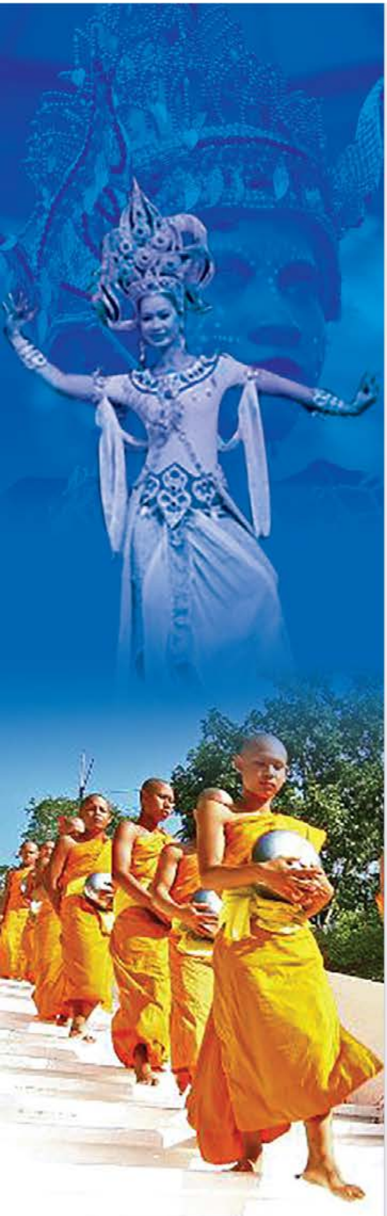

থাইল্যান্ড একটি বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশ। এখানে তেরাভেদা বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারীরা রাষ্ট্রীয়ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে থাকে। তবে মুসলিমসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা শান্তি ও সম্প্রীতি সহকারে বসবাস করে। থাইল্যান্ডের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ জনগন হলো থাই, শতকরা ১৪ ভাগ চাইনিজ এবং শতকরা ১ ভাগ অন্যান্য। থাইল্যান্ডে Constitutional Monarchy ব্যবস্থা বিদ্যমান। থাইজনগণ রাজা ভূমি বলকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে থাকে। মূলত থাইল্যান্ডের রাজা হচ্ছেন দেশের একাত্বতার প্রতিক। থাইল্যান্ডের সকল আইন কানুন রাজার নামে ঘোষিত হয়ে থাকে। থাইল্যান্ডের রাজকীয় পরিবার জনগনের কাছে খুব উচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত। রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার কটূক্তি করাও দন্ডনীয় অপরাধ। থাইজনগন খুব শান্তি প্রিয় ও মিষ্টভাষী। তাদের নিজেদের মধ্যে দেখা হলে একে অন্যকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে 'ওয়াই' (দুই হাত জোড় পূর্বক অভিবাদন) দ্বারা শুভেচ্ছা জানায়।

০৪। থাইল্যান্ডে যেসব খাতে বাংলাদেশের কর্মী প্রেরণের সুযোগ রয়েছে ঃ

থাইল্যান্ডে যেসব খাতে কর্মী চাহিদা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১) গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরন,

২) নির্মাণখাত,

৩) মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরন,

৪) কৃষিখাত,

৫) শিল্পখাত,

৬) গৃহকর্মী,

০৫। থাইল্যান্ডের মানচিত্র

০৬। বাংলাদেশ থেকে গমণকৃত শ্রমিকের পরিসংখ্যান ঃ

এ মুহূর্তে বিএমইটি থেকে রেজিস্ট্রেশনকৃত বাংলাদেশী কোন কর্মী (অদক্ষ শ্রমিক) থাইল্যান্ডে কাজ করছে না। তবে, থাইল্যান্ডে আনুমানিক প্রায় ২ (দুই) হাজার বাংলাদেশী বসবাস করছে। এর মধ্যে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করছে এমন বাংলাদেশীর সংখ্যা প্রায় ৫০ (পঞ্চাশ) জন। থাইল্যান্ডে বসবাসরত বাংলাদেশীদের একটি বড় অংশ ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত। যার আনুমানিক সংখ্যা প্রায় ২০০ থেকে ৩০০। অনুবাদক হিসেবে হাসপাতাল ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করছে বেশ কিছু শ্রমিক। বাকিরা বিভিন্ন রেস্তোরায় এবং টেইলারিং এ কাজ করে থাকে।

০৭। লেবার উইংয়ের জনবল ঃ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংককস্থ শ্রম উইংয়ের জনবল সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রঃনং	জনবল (পদবী অনুযায়ী)	সংখ্যা	যোগদানের তারিখ	মন্তব্য
০১.	প্রথম সচিব (শ্রম)	০১ জন	৩১ মার্চ ২০১৫	রাজস্ব
০২.	অফিস সহকারীকাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১ জন	১০ অক্টোবর ২০১৫	রাজস্ব
০৩.	ড্রাইভার-কাম-ম্যাসেঞ্জার	০১ জন	১৬ মে ২০১৬	স্থানীয় ভিত্তিক রাজস্ব

০৮। বার্ষিক বাজেট ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ : টাঃ ১,৪৮,৩৯০০০.০০

০৯। বিদ্যমান সমস্যা ঃ

(ক) শ্রম উইংয়ের জন্য দূতাবাসে পৃথক কক্ষ না থাকাঃ

ব্যাংককস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস একটি ভাড়া বাসায় অবস্থিত এবং এর কক্ষের সংখ্যা পর্যাপ্ত না হওয়ায় শ্রম উইং-কে আলাদাভাবে কোন কক্ষ বরাদ্দ করা হয়নি। ফলে কূটনৈতিক উইংয়ের অফিসারের সাথে কক্ষ ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা হচ্ছে। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এর জন্য যথোপযুক্ত কোন বসার স্থান প্রদান করাও সম্ভব হয়নি। এছাড়া, সদ্য ক্রয়কৃত গাড়ী রাখার পর্যাপ্ত জায়গা দূতাবাস প্রাঙ্গনে নাই। সে কারণে, ব্যাংকক শ্রম উইং এর অনুকূলে গত আর্থিক বছরে অফিস ভাড়া খাতে অর্থ বরাদ্দ থাকলেও শ্রম উইংয়ের জন্য আলাদা অফিস কক্ষ দিতে না পারায় উক্ত ভাড়া কর্তন করা হচ্ছে না।

(খ) ড্রাইভার কাম-ম্যাসেঞ্জারের ওভারটাইম প্রদান ঃ

ব্যাংককস্থ্ শ্রম উইংয়ের এর অনুকূলে গত ২৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বরাদ্দকৃত বাজেট থেকে একটি স্টাফ কার ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ব্যাংকক একটি Protocol-Intensive মিশন হওয়ায় মিশনে অন্যান্য গাড়ি চালকদের ন্যায় শ্রম উইংয়ের গাড়ী চালককে প্রটোকল ও অন্যান্য দাপ্তরিক কাজের জন্য নিয়মিত অফিস সময়ের বাইরে কাজ করতে হয় বিধায় ওভারটাইম প্রদান করতে হচ্ছে। কিন্তু, ওভারটাইম প্রদানের জন্য কোন আলাদা খাত গত অর্থ বছরের বাজেটে বরাদ্দ নেই। বর্তমানে অন্যান্য খাত (কোড-৪৮৯৯) হতে এই ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। অতএব, উক্ত ওভারটাইম প্রদানের জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজন রয়েছে।

১০। শ্রমবাজার সম্ভাবনা ঃ

(ক) থাইল্যান্ডে মাথা পিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে অনেক থাই শ্রমিক বেশী শ্রমসাধ্য কাজ করতে অনাগ্রহী হয়ে পড়েছে। ফলে থাইল্যান্ডে শ্রমসাধ্য কাজ বিশেষত কৃষি ও মৎস্য খাতে বিদেশী শ্রমিকের চাহিদা বেড়ে গেছে। এই মুহূর্তে থাইল্যান্ডে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ, নির্মাণ খাত, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাত এবং শিল্প খাতে প্রায় ৫ লক্ষ শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে।

(খ) থাইল্যান্ডের অনেক ফ্যাক্টরীর মালিক/নিয়োগ কর্তৃপক্ষের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে জানা গেছে তারা অনেক ক্ষেত্রে মায়ানমার, লাউস, কম্বোডিয়ার শ্রমিকদের নিয়ে অসন্তুষ্ট। কারণ এই সকল দেশ থেকে আসা শ্রমিকের অনেকেরই ওয়ার্ক পারমিট নিয়মিত রিনিউ না হওয়ায় বিশেষকরে মায়ানমার থেকে আসা শ্রমিক বৈধ না হওয়ায় কর্মক্ষেত্রে তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়। থাইল্যান্ডের সাথে এ সকল দেশের স্থলসীমানা থাকায় শ্রমিকরা নিয়মের বাইরে ইচ্ছে মত যখন খুশি কাজ ফেলে চলে যায় এবং পরে আর ঐ কোম্পানী বা ফ্যাক্টরীতে ফিরে আসেনা। বিশেষ করে সপ্তাহ বা মাস শেষে বেতন উত্তোলন করে ছুটি নিয়ে নিজ দেশে গিয়ে আর ফিরে না। এই প্রেক্ষিতে থাইল্যান্ডের বড় কোম্পানী এবং ফ্যাক্টরীর মালিকেরা বাংলাদেশের শ্রমিক নিয়োগ করতে আগ্রহী।

(গ) বর্তমানে থাইল্যান্ডে আসিয়ানভূক্ত দেশসমূহ (মায়ানমার, লাউস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম) থেকে আসা প্রায় ২.৪ মিলিয়ন অবৈধ শ্রমিকের জাতীয়তা যাচাইসহ রেজিস্ট্রেশন/নিয়মিতকরণের কাজ চলছে। উক্ত কার্যক্রম শেষ হবার পর থাইল্যান্ড সরকার কর্মী চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে এবং সেই অনুসারে আসিয়ানভূক্ত দেশের বাইরে থেকে অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করবে।

১১। বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ:

ব্যাংককস্থ শ্রম উইংয়ের সামনে বর্তমানে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

(ক) বর্তমান থাই সামরিক সরকার ২২ মে ২০১৪ তারিখে ক্ষমতায় আসার পর অন্য দেশ হতে শ্রমিক নিয়োগের বিষয়টিকে নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে আসছে। এক্ষেত্রে আসিয়ানভূক্ত দেশসমূহ থেকে শ্রমিক নিয়োগে থাই সরকার বেশী আগ্রহী। আসিয়ানভূক্ত দেশসসূহের সাথে থাইল্যান্ডের বোঝাপড়া অনেক ভালো হওয়ায় এবং আসিয়ানভূক্ত স্বল্পোন্নত দেশ থেকে শ্রমিক নেয়ার ক্ষেত্রে একধরনের Commitment থাকায় শ্রম বাজারকে সিঙ্গাপুরের ন্যায় Multi Cultural করার কোন ইচ্ছা সামরিক সরকারের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। শ্রম বাজারকে Multi Cultural করলে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে যে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে সে বিষয়টি সামরিক সরকার ততটা বিবেচনায় নিচ্ছে না। এ প্রেক্ষিতে থাই সরকারের নিকট এই Mutual Interest তুলে ধরে তাদেরকে বোঝানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

(খ) থাইল্যান্ড একটি বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশ। এদেশের প্রায় ৯৫% লোক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। সুতরাং প্রতিবেশী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ মায়ানমার, লাউস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম থেকে আগত শ্রমিকদের সাথে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মিল থাকায় ঐ সব দেশ থেকে আসা শ্রমিকদের থাইল্যান্ডবাসী সহজেই গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া ঐ সব দেশ থেকে আসা শ্রমিকরা থাইল্যান্ডে বৌদ্ধ প্রধান কর্ম পরিবেশে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। বিশেষত আহার অভ্যাস এবং ভাষাগত অনেক মিল থাকায় তারা থাইল্যান্ডে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশী মুসলিম কর্মী থাইল্যান্ডের পরিবেশে মানিয়ে নিয়ে কাজ করতে পারবে সে বিষয়ে থাই সরকারকে আশ্বস্ত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

(গ) ১৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখে সেন্ট্রাল ব্যাংককে Erawan Shrine এ বোমা বিস্ফোরণে পরিকল্পনাকারী উক্ত বিস্ফোরনের কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশ গমণ করার কারণে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশকে থাই কট্টরপন্থি সামরিক সরকার নিরাপত্তার দিক থেকে আরও সতর্কভাবে দেখছে।

(ঘ) থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশসমূহে বিশেষকরে শংখলা, পাতানী এবং ইয়ালা প্রদেশে মুসলিম বিদ্রোহী/জঙ্গি সমস্যা বিদ্যমান। সে কারণে থাই সরকারের নীতি নির্ধারক এর একটি বড় অংশ মনে করে বাংলাদেশ থেকে মুসলিম শ্রমিক নেয়া হলে তারা থাইল্যান্ডের মুসলিম বিদ্রোহীদের সাথে মিশে যেতে পারে। যা থাইল্যান্ডের অভ্যন্তীরণ নিরাপত্তার জন্য একটি বড় হুমকির কারণ হবে।

সুতরাং এ চ্যালেঞ্জ গুলি সামনে রেখে থাইল্যান্ডে শ্রমিক প্রেরণের বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

১২। থাইল্যান্ডের লেবার সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ:

List of Labour Related Laws in Thai land:

1. Alien Employment Act B.E. 2521 (1978) (Department of Employment)

2. Employment and Job Seeker Protection Act B.E. 2528 (1985) (Department of Employment)

3. Skill Development Promotion Act B.E. 2545 (2002) (Department of Skill Development)

4. Labour Relations Act B.E. 2518 (1975) (Department of Labour Protection and Welfare)

5. Labour Protection Act B.E. 2541 (1998) (Department of Labour Protection and Welfare)

6. State Enterprise Labour Relations Act B.E. 2543 (2000) (Department of Labour Protection and Welfare)

7. Social Security Act B.E. 2533 (1980) (Social Security Office)

8. Workmen's Compensation Act B.E. 2537 (1994) (Social Security Office)

Brief of the Laws

1. Alien Employment Act B.E. 2521 (1978) (Department of Employment)

- ❖ Alien Employment Act was enacted to control alien employment and the issuance of work permits to aliens and to reserve certain occupations for the Thai labour force. According to this Act, aliens of the following 3 categories are qualified to apply for work permits:

- ❖ Alien who resides in the Kingdom of Thailand or is allowed temporary stay in the kingdom, but not as a tourist or a transit traveller. Alien who is allowed to work in the Kingdom according to the investment promotion laws or other laws.

- Alien who has been deported but is allowed to work in certain location in replacement of deportation or while awaiting deportation; alien who has illegal entry into the kingdom or is awaiting a forced transfer out of the Kingdom; and alien who was borned in the kingdom but not granted Thai nationality or was denaturalized, is eligible to work in 27 occupations as stipulated in the Ministerial Announcement.

2. Employment and Job Seeker Protection Act B.E. 2528 (1985) (Department of Employment)

- Originally, the Employment Act B.E. 2511(1968) had been used for enforcement until there were increasing numbers of overseas employment service businesses and frequent incidents of defraudation. As a result, the Employment Act B.E. 2511 (1968) was amended to become the Employment and Job Seeker Protection Act B.E. 2528 (1985). {Amendments to this Act were also made in B.E. 2537 (1994) and B.E. 2538 (1995).} The essence of this Act is as follows:

- Set up government's employment office to provide employment services to the labour force at no cost.

- Expand job seeker protection approaches and activities to ensure fairness and appropriate assistances when job seekers are in trouble.

- Actively and seriously control and oversee private employment service businesses to ensure compliance to the following regulations:

- Local employment service provider must be a Thai national, and must deposit Baht 100,000 as a financial guarantee with the Registrar Officer as required by this Act. In case the employment service provider is a juristic person, such juristic person must be a Thai national, and its Manager must be qualified and does not possess prohibited characteristics.

- Overseas employment service provider must be a company limited or a public company having fully paid registered capital of not less than Baht 1 million and a financial guarantee of Baht 5 million deposited with the Central Employment Registrar Officer as required by this Act, and its Manager must be qualified and does not possess prohibited characteristics.

- ❖ Establish requirements for overseas employment service providers to arrange for skill standard testing with appropriate authority for job seekers.
- ❖ Under the Department of Skill Development's mandate, establish skill testing control measures and mechanisms for skill standard testing activities that may be implemented by government agency or private entity.

3. Skill Development Promotion Act B.E. 2545 (2002) (Department of Skill Development)

- ❖ This Act is an amendment of the the Occupational Training Promotion Act B.E. 2537 (1994). The objectives were to promote and support occupational skill training for economically active labour in response to the business and industrial job market, to upgrade skill standards for employed labour, and to promote cooperation between private establishments and educational institutes in providing apprenticeship for high school and college students by the private establishments and occupational skill training for the apprentices by educational institutes or government's occupational training authorities.
- ❖ As an incentive and to promote private sector involvement in skill development efforts, any private establishment that delivers any occupational skill training services to labour force or its own employees utilizing training curricula or activities endorsed by the Registrar, will be eligible for certain privileges as stipulated in this Act.
- ❖ Additionally, a Skill Development Fund had been established for use as a revolving fund for the promotion of skill development efforts.

4. Labour Relations Act B.E. 2518 (1975) (Department of Labour Protection and Welfare)

- ❖ Labour relations law is concerning labour relations enhancement system and processes between employers and employees. This Act primarily contains rules and regulations and procedures for submission of demands for changes and modifications to the Conditions for Employment, procedures for settling labour disputes, and employers' and employees' rights to establish labour association and labour union for acquiring and protecting their interests relating to the Conditions of Employment.

- These include benefits and welfare, enhancement of favourable employer-employee relationships, and establishment of Employees' Committees for dialoging and dealing different affairs with employers.

- The aim is to create a good understanding and successful reconciliation between employers and employees, which will result in a peaceful atmosphere and co-existence in the industry. This will ultimately be beneficial to the national development.

5. Labour Protection Act B.E. 2541 (1998) (Department of Labour Protection and Welfare)

- Labour protection law is concerning the rights and duties of employers and employees. It primarily establishes minimum standard practices in general labour force utilization, women and child labour utilization, remuneration, severance, and Employee Welfare Fund.

- It prescribes also the interventions by government officials in providing protection to labours so as to ensure fairness and sound occupational health for the maximum benefit of both employers and employees, which will ultimately be beneficial for the national development.

6. State Enterprise Labour Relations Act B.E. 2543 (2000) (Department of Labour Protection and Welfare)

- State enterprise labour relations law is concerning the benefits and labour relations standards between State Enterprises' Management and employees. It establishes the right to collective bargaining in accordance with regulations and procedures set forth for submission of demand for changes or modifications of the Conditions of Employment, settlement of labour disputes, establishment of State Enterprise Labour Union for acquiring and protecting benefits for State Enterprise employment.

- This law also requires each State Enterprise to establish the State Enterprise Labour Relations Committee, which is a tripartite committee to set the minimum standards of the Conditions for Employment in State Enterprises. Additionally, the establishment of Labour Relations Affair Committee in each State Enterprise is also mandatory.

- This is a bipartisan committee involving both parties in the discussion and reconciliation of labour issues and disputes with an aim to create positive mutual understanding and peaceful working atmosphere and co-existence between State Enterprises' Management and the employees.

7. Social Security Act B.E. 2533 (1980) (Social Security Office)

- This Act requires the collection of contributions paid by employers, employees, and the government for use in providing protection and welfare in respect of non-work related injury or sickness or invalidity or death, or maternity or child allowance or old-age, or unemployment to employees who are insured persons.

- The consolidated rates of contributions from 3 parties are not to exceed the following limits: 4.5% of wage for injury, sickness, invalidity, death, and maternity benefits; 9% of wage for child welfare and old-age benefits; 15% of wage for unemployment benefits.

- All insured persons will be entitled to receive different benefits, including medical services and compensatory wage for incapacitated period, maternity allowance and child allowance, funeral allowance and survivor allowance in case of death, and pension benefit for old-age.

- In respect of unemployment, when deemed appropriate, a Royal Decree is to be enacted for enforcing the execution of this benefit and compliance by all concerned.

8. Workmen's Compensation Act B.E. 2537 (1994) (Social Security Office)

- This Act requires employers to pay annual contributions at the rates of 0.2-1% of wage depending on risk levels of any given business. This contribution is to be used for paying workmen's compensation in respect of work-related injury, or sickness, or loss of organs, or invalidity, or death, or lost to employees who are insured persons.

- All insured persons will be eligible to receive medical expenses, compensatory income for incapacitated period, funeral allowance, or rehabilitation expenses depending on the seriousness of injuries.

১৩। MoU এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড এর মধ্যে প্রস্তাবিত MoU এর সংক্ষিপ্ত বিবরণীঃ

MoUএর শিরোনাম ঃ Memorandum of Understanding on Cooperation in Employment of Sea Fishery and Construction Workers between the Government of the People's of Bangladesh and the Government of the Kingdom of Thailand.

MoU স্বাক্ষর ত্বরান্বিত করার জন্য এ পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

তারিখ	গৃহীত পদক্ষেপসমূহ
আগস্ট ২০১১	বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংকক থাই সরকারকে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে প্রচেষ্টা শুরু করে।
২১ অক্টোবর ২০১১	থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত থাই শ্রম মন্ত্রীর নিকট বাংলাদেশ থেকে থাইল্যান্ডে শ্রমিক নিয়োগের খসড়া MoU উপস্থাপন করেন।
২৪ জানুয়ারী ২০১২	বাংলাদেশ সরকার হতে অনুমোদিত খসড়া MoU থাই শ্রম মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
২৮-২৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২	বিএমইটি থেকে একটি প্রতিনিধি, বায়রার প্রতিনিধিসহ ব্যাংককে আসেন এবং একটি MoU থাই শ্রম মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেন।
এপ্রিল ২০১২	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ম্যানিলায় আবুধাবী ডায়ালগের সময় থাই শ্রম মন্ত্রীকে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নিয়োগের অনুরোধ জানান।
০৪ সেপ্টেম্বর ২০১২	থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত থাই শ্রম সচিবের সাথে দেখা করে জানতে পারেন যে, থাই কেবিনেট ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) বাংলাদেশী শ্রমিককে থাই গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ খাতে নিয়োগের অনুমোদন প্রদান করেন।
জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৩	পারস্পরিক শর্ত আদান প্রদানের মাধ্যমে খসড়া MoU অসংখ্যবার সংশোধিত হয়।
২২ মে ২০১৪	সামরিক সরকারের ক্ষমতায় আরোহণ এবং বাংলাদেশ-থাইল্যান্ডে এর মধ্যে MoU বিষয়ে নতুনভাবে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়।
১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৫	বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত থাই শ্রম মন্ত্রীর সাথে দেখা করলে মন্ত্রী খসড়া MoU চূড়ান্ত করার জন্য জয়েন্ট ওয়াকিং গ্রুপ তৈরির প্রস্তাব দেন।
১৩ মার্চ ২০১৫	রাষ্ট্রদূত থাই শ্রম সচিবের সাথে দেখা করলে তিনি জয়েন্ট ওয়াকিং গ্রুপ তৈরীর বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেন।

১৪। গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ঃ

প্রস্তাবিত MoU ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংকক এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ (২০১৫-২০১৬) ঃ

তারিখ	গৃহীত পদক্ষেপসমূহ
১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৫	মান্যবর রাষ্ট্রদূত থাই শ্রম মন্ত্রীর সাথে দেখা করেন এবং থাই শ্রম মন্ত্রী খসড়া চুক্তি দ্রুত চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরীর প্রস্তাব দেন।
১৩ মার্চ ২০১৫	মান্যবর রাষ্ট্রদূত থাই শ্রম সচিবের সাথে দেখা করেন এবং সচিব খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত করার বিষয়টি পূনর্ব্যক্ত করেন।
১৩ আগস্ট ২০১৫	মান্যবর রাষ্ট্রদূত প্রথম সচিব (শ্রম) সহ থাই শ্রম সচিবের সাথে দেখা করে প্রস্তাবিত MoU এর অগ্রগতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন।
১৭ আগস্ট ২০১৫	মান্যবার রাষ্ট্রদূত থাই শ্রম সচিবের সাথে দেখা করে সম্ভাব্য শ্রমিক নিয়োগের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে পুনঃবিবেচনার অনুরোধ জানান।
১৮ আগস্ট ২০১৫	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সরকারী সফরে থাইল্যান্ডে আসেন এবং National Reform Council on Labour এর চেয়াম্যান জনাব দেচা পূন্যবান এর সাথে দেখা করে বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড এর মধ্যে MoUএর বিষয়ে আলোচনা করেন। NRC চেয়ারম্যান তাকে জানান যে, এ বিষয়ে শ্রম মন্ত্রীকে তারা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবেন।
০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫	National Reform Council on Labour এর চেয়াম্যান এবং সদস্যদের জন্য (২২ জন প্রতিনিধি) বাংলাদেশ দূতাবাস "What Bangladesh has to offer to Thai Labour Market" শীর্ষক একটি Power Point Presentation উপস্থাপন করে এবং বাংলাদেশ থেকে থাইল্যান্ডে শ্রমিক নিয়োগের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার অনুরোধ জানানো হয়।
১০ অক্টোবর ২০১৫	মান্যবর রাষ্ট্রদূত থাই প্রতিরক্ষা, শ্রম এবং স্বরাষ্ট্র বিষয়ক উপ-প্রধান মন্ত্রীর সাথে দেখা করে বাংলাদেশ থেকে থাইল্যান্ডে শ্রমিক নিয়োগের বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে তার আনুকূল্য পাবার আশ্বাস পান।
১৭ নভেম্বর ২০১৫	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সরকারী সফরে থাইল্যান্ডে আসেন এবং Standing Committee on Commerce, Industry and Labour এর চেয়ারম্যান জনাব Singsuk Singpai এর সাথে দেখা করেন এবং MoU এর বিষয়টি উপস্থাপন করেন। তারা এ বিষয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবটি প্রেরণ করবেন মর্মে আশ্বস্ত করেন।

১৮ নভেম্বর ২০১৫	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী থাই শ্রম মন্ত্রীর সাথে দেখা করেন এবং MoU বিষয় নিয়ে আলোচনাকালে থাই শ্রম মন্ত্রী জানান যে, আসিয়ানভূক্ত দেশেসমূহ (মায়ানমার, লাউস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম) থেকে আসা প্রায় ২.৪ মিলিয়ন অবৈধ শ্রমিকের জাতীয়তা যাচাইসহ রেজিস্ট্রেশন/নিয়মিতকরণের কাজ চলছে। উক্ত কার্যক্রম শেষ হবার পর থাইল্যান্ড সরকার কর্মী চাহিদার পরিমান নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে এবং সেই অনুসারে আসিয়ানভূক্ত দেশের বাইরে থেকে কর্মী নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করবে।

(প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বি.এস.সি ১৭ নভেম্বর ২০১৫ থাইল্যান্ডের Parliamentary Standing Committee on Commerce, Industry and Labour এর চেয়ারম্যান জনাব Singsuk Singpai এর সাথে বাংলাদেশ-থাইল্যান্ডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে মতবিনিময় করছেন। সাথে উপস্থিত আছেন (ডানদিক থেকে) মান্যবর রাষ্ট্রদূত সাইদা মুনা তাসনীম, মন্ত্রণালয়ের সচিব বেগম শামছুন নাহার, যুগ্মসচিব জনাব বদরুল আরেফীন, মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব (উপসচিব) মুঃ মোহসিন চৌধুরী।)

(প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বি.এস.সি থাই শ্রম মন্ত্রী মিঃ সিরিচাই দিস্তাকুল এর সাথে MoU বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। সাথে আছেন (ডানদিক থেকে) মান্যবর রাষ্ট্রদূত সাইদা মুনা তাসনীম, মন্ত্রণালয়ের সচিব বেগম শামছুন নাহার, যুগ্মসচিব জনাব বদরুল আরেফীন: ১৮ নভেম্বর ২০১৫)

১৫। থাইল্যান্ডের শ্রম বাজার অনুসন্ধানে সাম্প্রতিক গৃহীত কিছু কার্যক্রম ঃ

থাইল্যান্ডের শ্রম বাজার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি থাইল্যান্ডের সর্ব দক্ষিণের কয়েকটি প্রদেশ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের বিস্তারিত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

শংখলা প্রদেশ ঃ ০২ মে ২০১৬ তারিখে শংখলা প্রদেশের প্রাদেশিক গভর্নর অফিসে ভাইস-গভর্নর জনাব ইকারাত লেসেন, ডেপুটি চিফ এক্সিকিউটিভ ড. আব্দুল রোমান কায়েম, চেম্বার অব কমার্স এর সভাপতি জনাব সমপর্ন সিরিপোরানানোন, মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তা জনাব খোরকিয়াট কুলদেও, পরিচালক ও চেয়ারম্যান অব অডিট কমিটি জনাব সুমিত্র কানজানামপা এ এমপিসহ প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করা হয়। মত বিনিময়কালে ভাইস-গভর্নরকে সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রদেশের গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরন খাতে কর্মী চাহিদার পরিমান, কোন কোন দেশের কর্মীরা কাজ করছে এবং সাথুন প্রদেশে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরনে বাংলাদেশ হতে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে তাঁদের অভিমত জানার চেষ্টা করা হয়।

গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরন বিষয়ে সরেজমিন পরিদর্শনে থাইল্যান্ডের শংখলা প্রদেশের ভাইস গভর্নর Mr. Ekkarat Leesen, প্রাদেশিক মৎস্য কর্মকর্তা এবং প্রদেশিক পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়কালে মান্যবর রাষ্ট্রদূত সাইদা মুনা তাসনীম এবং দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ।

গভর্নর অফিসে মত বিনিময় শেষে শংখলা মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তা দূতাবাসের প্রতিনিধিদলকে সরেজমিনে গভীর সমুদ্র মৎস আহরনের স্থান পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে অফিসের সন্নিকটবর্তী স্থানে নিয়ে যান। সেখানে ঘাটে মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণসহ ঘাটে লাগোয়া মাছ ধরার নৌকায় বিদেশী কর্মীদের বসবাসের স্থান ও দৈনিক জীবনযাপনের ধরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করেন (ছবি সংযুক্ত)।

থাইল্যান্ডের সর্ব দক্ষিণের শংখলা প্রদেশের গভীর সমুদ্র হতে মৎস্য আহরন ও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এর স্থল পরিদর্শন করছেন মান্যবর রাষ্ট্রদূত সাইদা মুনা তাসনিম এবং বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিনিধিদল। সাথে উপস্থিত আছেন শংখলা প্রদেশের মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তা এবং প্রদেশিক মৎস্য সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট ঃ (০২ মে ২০১৬)।

পাতানী প্রদেশ ঃ পাতানী গভর্নর অফিসে পাতানী প্রদেশের গভর্ণর জনাব সুরিয়া আমর্নরোতওরায়ুথ, ভাইস-গভণর জনাব উইরানান পেংজুন, পাতানী ফিশারী এসোসিয়েশানের সভাপতি এবং থাই জাতীয় ফিশারী এসোসিয়েশানের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব ফুবেস জানথানিমি সাথে মত বিনিময় করা হয়। উক্ত প্রদেশের গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরন খাতে কর্মী চাহিদার পরিমান, কোন কোন দেশের কর্মীরা কাজ করছে এবং সাথুন প্রদেশে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরনে বাংলাদেশ হতে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে তাঁদের অভিমত জানার চেষ্টা করা হয়। মতবিনিময় শেষে জনাব ফুবেস জানথানিমি দূতাবাসের প্রতিনিধিদলকে গভর্নর অফিসের নিকটবর্তী মৎস্য আহরণের স্থলে সরেজমিন পরিদর্শনে নিয়ে যান।

পাতানী প্রদেশের গভর্নর, ভাইস গভর্নও, ফিশারী এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে মান্যবর রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ

পাতানী প্রদেশের গভীর সমুদ্র হতে মৎস্য আহরন ও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এর স্থল পরিদর্শন করছেন বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিনিধিদল ঃ (০২ মে ২০১৬

সাথুন প্রদেশঃ ০৩ মে ২০১৬ তারিখে সাথুন প্রদেশের গভর্নর অফিসে সাথুন প্রদেশের গভর্নর জনাব পাতারাপর্ন রাতানাফিচেতচাই, সাথুন চেম্বার অব কমার্সের চেয়ারম্যান জনাব উইথাচাই অরুন-আরামসাক, মৎস্য অফিসার জনাব সিথিসান শ্রিচুমপুং এর সাথে মত বিনিময় করা হয়। উক্ত প্রদেশের গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ খাতে কর্মী চাহিদার পরিমান, কোন কোন দেশের কর্মীরা কাজ করছে এবং সাথুন প্রদেশে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে বাংলাদেশ হতে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে তাঁদের অভিমত জানার চেষ্টা করা হয়।

সাথুন প্রদেশের গভর্নর, ফিশারী বিভাগের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে মান্যবর রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ

১৬। অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংকক কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৫ উৎযাপন অনুষ্ঠান ঃ অংশগ্রহণে থাইল্যান্ডে বসবাসকারী বাংলাদেশী অভিবাসী, মান্যবর রাষ্ট্রদূতসহ দূতাবাসের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, ICRC, HRC এবং IOM এর প্রতিনিধিগণ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বি.এস.সি থাইল্যান্ডে সরকারী সফরকালে (২৯ আগস্ট ২০১৫) থাইল্যান্ডে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাথে মতবিনিময়

পাতাইয়া প্রদেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাথে মতবিনিময়কালে পাতায়ার ডেপুটি মেয়রসহ দুতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ।

১৭। মান্যবর রাষ্ট্রদূত কর্তৃক প্রচেষ্টা

থাইল্যান্ড নিযুক্ত বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রদূতের যোগদানের পর পরই থাই শ্রম মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড দুই দেশের মধ্যে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের কথা বলেন। সে মতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ থাই শ্রম মন্ত্রণালয়কে জানানো হয় এবং একই সাথে তাদের ওয়ার্কি গ্রুপ গঠনের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় এবং জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সম্ভাব্য তারিখ জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

১৮। মন্ত্রী মহোদয়ের উদ্যোগ

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম, বিএসসি মহোদয় ২০১৫ সালে থাইল্যান্ডে দুই বার সরকারি সফরে আসেন । তিনি তাঁর প্রথম সফরকালে (২৬ আগস্ট-২৯ আগস্ট ২০১৫) থাই সরকারের "কমিটি অন লেবার রিফর্ম"- এর চেয়ারম্যান জেনারেল দেচা পুন্যবানের সাথে ২৮ অগাস্ট ২০১৫ সাক্ষাৎ করেন। থাইল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত সাইদা মুনা তাসনিম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বাংলাদেশের কর্মী বিষয়ে অবহিত করেন এবং জেনারেল দেচা পুন্যবান বাংলাদেশ থেকে থাইল্যান্ডের বিভিন্ন খাতে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। উক্ত সাক্ষাৎকালে মান্যবর রাষ্ট্রদূত "কমিটি অন লেবার রিফর্ম" এর চেয়ারম্যান জেনারেল দেচা পুন্যবান ব্যাংককস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে বাংলাদেশের কর্মীদের উপরে প্রেজেন্টেশন দেখার আমন্ত্রণ জানান।

এছাড়া, মাননীয় মন্ত্রী ২৯ আগস্ট ২০১৫ তারিখে ব্যাংককস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে স্থানীয় একটি হোটেল থাইল্যান্ডে বসবাসরত প্রবাসি বাংলাদেশির খোঁজ খবর নেন। উক্ত সফরকালে মন্ত্রী মহোদয় থাইল্যান্ডের শ্রম সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান ও Thailand Employment Association এবং Manpower Recruitment Association of Thailand-এর ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের শ্রমিক নিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন।

মান্যবর রাষ্ট্রদূতের আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ন্যাশনাল রিফর্ম কাউন্সিলের সদস্য ও "কমিটি অন লেবার রিফর্ম"- চেয়ারম্যান জেনারেল দেচা পুন্যবান একটি প্রতিনিধি দলসহ ব্যাংককস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস আসেন এবং তাঁদের "What Bangladesh has to offer to Thai labour Market" শিরোনামে একটি Power Point Presentation সহ ব্রিফিং প্রদান করা হয়। উক্ত প্রতিনিধি দলে "কমিটি অন লেবার রিফর্ম" এর ০৮ জন সদস্য ও উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন।

তাঁরা বাংলাদেশের কর্মীদের উপর উপস্থাপিত Power Point Presentation দেখেন এবং বাংলাদেশের কর্মী বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। তাঁরা বিশেষ করে বিদেশে কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত তিনস্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার প্রশংসা করেন। মাননীয় চেয়ারম্যান জেনারেল দেচা পুণ্যবান থাইল্যান্ডে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে সরকারকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবেন মর্মে জানান।

থাইল্যান্ডে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী মহোদয়ের দ্বিতীয় সরকারি সফরকালে (১৬ নভেম্বর-২০ নভেম্বর) তিনি থাইল্যান্ডের নতুন লেবার কমিটির চেয়ারম্যানের সাথে এবং থাইল্যান্ডের শ্রম মন্ত্রণালয়ের নতুন মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের শ্রমিক নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা করেন। মন্ত্রী মহোদয়ের দ্বিতীয় সফরকালে বিএমইটি-র মহাপরিচালক থাইল্যান্ডের Department of Emplyment এর মহাপরিচালকের সাথে সভা করেন এবং তাঁকে থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে কী কী সুবিধা পেতে পারে তা তুলে ধরেন।

১৯। বর্তমান অবস্থা ঃ

থাইল্যান্ড বাংলাদেশের অদূরবর্তী একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় শ্রম বাজার। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম, বিএসসি মহোদয়ের দ্বিতীয় সফরের সময় থাইল্যান্ডের নব নিয়োগ প্রাপ্ত শ্রম মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে সমঝোতা স্বাক্ষর দ্রুত সম্পাদনের বিষয়টি উত্থাপন করা হলে থাই শ্রম মন্ত্রী জানান যে, বর্তমানে থাইল্যান্ডে আসিয়ান দেশসমূহ থেকে ২.৪ মিলিয়ন অবৈধ কর্মীদের জাতীয়তা যাচাইসহ রেজিষ্ট্রেশনের কার্যক্রম চলছে। উক্ত কার্যক্রম শেষ হবার পরে থাইল্যান্ড সরকার কর্মী চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে এবং সে অনুসারে আসিয়ানভূক্ত দেশের বাইরে থেকে কর্মী নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করবে। সেক্ষেত্রে MOU স্মাক্ষরের জন্য গঠিত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের কার্যক্রম আপাতত স্থগিত থাকবে মর্মে জানানো হয়।

কিন্তু রাষ্ট্রদূত থাই শ্রম মন্ত্রীকে জানান যে থাইল্যান্ড বাংলাদেশের প্রবাসী কর্মী বিষয়ে অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারে যার মাধ্যমে থাইল্যান্ড উপকৃত হতে পারে। সে প্রেক্ষিতে থাই শ্রম মন্ত্রী প্রবাসী কর্মী সম্পর্কে তথ্য আদান প্রদান এবং অভিবাসন বিষয়ে সহযোগিতা করার বিষয়ে একমত হন এবং সে বিষয়ে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনে সম্মত হন।

থাই শ্রম মন্ত্রণালয়কে বাংলাদেশের জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের গঠন নোট ভারবলের মাধ্যমে ইতোমধ্যে জানানো হয়েছে।

বর্তমানে থাই শ্রম মন্ত্রণালয়ের নিকট জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের গঠন এবং মিটিংয়ের তারিখ ও স্থান নির্ধারণের বিষয়টি সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে। উল্লেখ্য, থাইল্যান্ডে বর্তমানে প্রায় চার থেকে পাঁচ লক্ষ শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে (Source: Thailand National Labour Information Centre)। বিশেষ করে গভীর সমুদ্রে মৎস আহরণ, নির্মাণ খাতে, মৎসপ্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে এবং শিল্প খাতে উক্ত কর্মী চাহিদা প্রকট।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়টি তরান্বিত করতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম, বিএসসি মহোদয় ২০১৫ সালে থাইল্যান্ডে দুই বার সরকারি সফরে আসেন । তিনি তাঁর প্রথম সফরকালে (২৬ আগস্ট-২৯ আগস্ট ২০১৫) থাই সরকারের "কমিটি অন লেবার রিফর্ম" এর চেয়ারম্যান জেনারেল দেচা পুন্যবানের সাথে ২৮ আগস্ট ২০১৫ সাক্ষাৎ করেন। থাইল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত সাইদা মুনা তাসনিম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বাংলাদেশের কর্মী বিষয়ে অবহিত করেন এবং জেনেরাল দেচা পুন্যবান বাংলাদেশ থেকে থাইল্যান্ডের বিভিন্ন খাতে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন।

২০। সর্বশেষ

থাইল্যান্ডের শ্রমবাজারের সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ২০১৫ সালে এখানে শ্রম উইং প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ সভা আয়োজনের বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত আছে। এ ছাড়া, থাইল্যান্ডে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ,নতুন সম্ভাবনাময় ট্রেড/পেশায় বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগের সুযোগ সন্ধানে এ মন্ত্রণালয় এবং থাইল্যান্ডে বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম উইং কাজ করে যাচ্ছে।